মেহেরপুরের রাজনগরে প্রবাসীর স্ত্রীর ঘরে যুবক, আটক করলো এলাকাবাসী

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামে প্রবাসীর স্ত্রীর ঘরে রাতযাপনের অভিযোগে একরামুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছেন স্থানীয় গ্রামবাসী।

সোমবার সকাল ৭টার দিকে রাজনগর শেখপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। আটক একরামুল রাজনগর দক্ষিণপাড়ার আওয়াজ আলীর ছেলে এবং তিন সন্তানের জনক।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, সীমা খাতুন নামে এক গৃহবধূর বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়। সীমা খাতুন ওমানপ্রবাসী শাহাবুল হকের স্ত্রী এবং এক সন্তানের জননী। তিনি চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগি গোহাটপাড়ার বজলুর রহমানের মেয়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রোববার রাত প্রায় ৯টার দিকে একরামুল গোপনে সীমা খাতুনের ঘরে প্রবেশ করেন। বিষয়টি টের পেয়ে কয়েকজন প্রতিবেশী সারারাত বাড়ির আশপাশে নজরদারিতে ছিলেন। সকালে একরামুলকে ঘর থেকে বের হতে না দেখে তারা ঘরে তল্লাশি চালান। একপর্যায়ে ঘরের একটি ওয়ারড্রোবের ভেতর থেকে তাকে আটক করা হয়।

ঘটনার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে উৎসুক জনতার ভিড় জমে। পরে স্থানীয় লোকজন উভয় পরিবারের সদস্যদের খবর দেন। এদিকে প্রবাসী শাহাবুল হক মুঠোফোনে তার স্ত্রীকে গ্রহণ করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

দুপুরের দিকে গ্রাম্য সালিশ অনুষ্ঠিত হয়। সালিশে উভয় পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে একরামুল ও সীমা খাতুনকে তাদের পরিবারের জিম্মায় তুলে দেওয়া হয়।

স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা দাবি করেন, এর আগেও একরামুলকে ওই বাড়িতে আসা-যাওয়ার ঘটনায় একাধিকবার সতর্ক করা হয়েছিল। তবে এ বিষয়ে তাদের বক্তব্যের স্বাধীন যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

শেখপাড়ার বাসিন্দা ওয়াসিম আকরাম বলেন, “এর আগেও আমরা তাকে হাতেনাতে ধরেছিলাম। পরে ছেড়ে দেওয়ার পর একরামুল ওই নারীকে দিয়ে

আমার বিরুদ্ধে একটি মামলা করিয়েছেন, যা বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।”

তবে এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

গাংনীতে অবাধে চলছে কৃষি জমির মাটি কাটার মহোৎসব

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে এক্সকাভেটর (ভেকু) মেশিন ব্যবহার করে আবাদি ফসলি জমির মাটি কাটার মহোৎসব চলছে। ‎দিনের আলোতে ও রাতের আঁধারে নির্বিঘ্নে চললেও বিষয়টি দেখেও যেন নির্বিকার উপজেলা প্রশাসন।

‎অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের আব্দুল ওহাব নামের এক কৃষক গ্রামে প্রবেশপথের মেইন সড়কের পাশে আবাদি জমি থেকে মাটি কেটে বিক্রি করছেন।

‎‎একইভাবে ইকুড়ি গ্রামের প্রধান সড়কের পাশে ড্যাঙ্গার মাঠে খেপু ও ফারুক নামের দুই ব্যক্তি আওয়ামী লীগের দলীয় ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ইটভাটাসহ বিভিন্ন স্থানে মাটি বিক্রি করে আসছেন।

‎‎এছাড়াও উপজেলার দুর্লভপুর, নলডাঙা, মালশাদহ, গোপালনগর মাঠসহ বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে মাটি কাটা চলছে। কেউ দিনে প্রকাশ্যে, আবার অনেকে রাতের আঁধারে গোপনে মাটি কাটছেন।

‎‎সবচেয়ে বড় আকারে মাটি কাটার কর্মযজ্ঞ চালাচ্ছেন উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামের মৃত রহিম বক্স মণ্ডলের ছেলে মাটি ব্যবসায়ী আরশেদ আলী। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এক্সকাভেটর মেশিন দিয়ে আবাদি ফসলি জমির মাটি কেটে ইটভাটাসহ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করে আসছেন।

‎‎স্থানীয়দের অভিযোগ, আরশেদ আলী আওয়ামী লীগের একজন সক্রিয় নেতা

এবং আওয়ামী লীগের এক প্রভাবশালী নেতার আত্মীয় হওয়ায় দীর্ঘ এক যুগ ধরে এই অবৈধ মাটির ব্যবসা করলেও আজ পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

‎‎আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর দিনের বেলায় মাটি কাটা কিছুটা বন্ধ রাখলেও তিনি প্রতিদিন রাতের আঁধারে মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রি করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মাটি বহনকারী ট্রাক ও ট্রলির বিকট শব্দে রাতভর এলাকার মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারছেন না।

‎‎গত সোমবার রাত আনুমানিক ১১টার দিকে হাটবোয়ালিয়া সড়কের মালশাদহ ও গোপালনগর নামক স্থানে সড়কের ওপর এক ড্রাম কাদামাটি পড়ে যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন পথচারী ও যানবাহন চালকরা।

‎‎পরে খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় সড়ক থেকে কাদামাটি অপসারণ করে যান চলাচল স্বাভাবিক করেন।

‎‎এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরেনি।

‎‎স্থানীয় সচেতন মহল দ্রুত অবৈধ মাটি কাটা বন্ধে প্রশাসনের কার্যকর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

আলমডাঙ্গায় টেন্ডার ছাড়াই ওয়াপদার গাছ কেটে সাবার - এলাকাবাসীর ক্ষোভ

আলমডাঙ্গায় বিনা টেন্ডারে ওয়াপদার গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। কর্তৃপক্ষের নজর নেই। এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের নওলামারী গ্রামে বিনা

টেন্ডারে ওয়াপদা বিভাগের গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির আওতায় মাটির রাস্তা পাকা করার অজুহাতে রাস্তার ধারে থাকা সরকারি গাছ কেটে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক এলাকাবাসী জানান, রাস্তা উন্নয়নের কাজের কথা বলে কিছু জমির মালিক ও দুর্বৃত্তচক্র রাস্তার পাশে থাকা মূল্যবান গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ এসব গাছ কাটার বিষয়ে কোনো ধরনের টেন্ডার প্রক্রিয়া বা সরকারি অনুমোদনের কথা জানা যায়নি।

অভিযোগের বিষয়ে ওয়াপদা বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, গাছ কাটার বিষয়ে তারা তেমন কিছু জানেন না। বিষয়টি তাদের নজরে নেই বলেও দাবি করেন সংশ্লিষ্টরা। তবে ওয়াপদার কয়েকজন অসৎ কর্মকর্তা, কর্মচারী জড়িত আছে বলে সংবাদ চাউর হয়েছে।

এদিকে, এভাবে সরকারি গাছ কেটে নেওয়ায় পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে বলে মনে করছেন সচেতন মহল। পাশাপাশি সরকারি সম্পদ লুটপাটের আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এলাকাবাসী দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তারা বলেন, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে আরও সরকারি সম্পদ এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে।

অনুমোদনের বছর পার, শুরু হয়নি পার্কের নির্মাণকাজ

গাংনীবাসির বিনোদনের জন্য পৌরপার্ক নির্মাণের প্রকল্প অনুমোদনের এক বছরেও দেখেনি আলোর মুখ। কতিপয় স্বার্থনেস্বী মহলের তোলা খোড়া অযুহাতে বন্ধ হয়ে আছে পার্ক নির্মাণ কাজ। ফলে, শিশু কিশোরসহ সব মানুষের বিনোদন এখন ঘরবন্দী। দ্রত সময়ে পার্ক

নির্মাণের দাবী গাংনীবাসীর।

গাংনী পৌরসভা দেয়া তথ্যে জানা গেছে, ইমপ্রুভিং আর ওয়ান গভার্নেন্স এ্যন্ড ইনফ্রাস্টাকচার প্রজেক্ট (আই ইউ জি আইপি) প্রকল্পের আওয়াতায় গাংনী পৌরসভার অভন্তরে একটি বিনোদন পার্ক নির্মানের জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদন হয় ২০২৪ সালে এপ্রিল মাসে। পার্ক নির্মাণ ব্যয় ধরা হয় ১৪ কোটি ২৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৭২২ টাকা।

পার্কটি নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয় বিগত ৩০ এপ্রিল ২০২৪ ইং তারিখে। পার্ক নির্মাণ কাজ পান ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মেসার্স জাকাউল এ্যন্ড ব্রাদার্স। টেন্ডার মোতাবেক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কাজ শুরুর জন্য চুক্তিবদ্ধ হন বিগত ২৬ মে ২০২৪ ইং তারিখে। চুক্তি সম্পন্ন করার ৩৬৫ দিনের মধ্যে কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও আজও পার্কের নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি। ফলে গাংনী পৌরবাসীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে নানা শংসয়।

বিউটি ফিকেশন এ্যান্ড ল্যান্ড স্কেপিং ওয়াকস, দোহা খাল এ্যন্ড গাংনী পৌরসভা নামীয় পার্কটি বাস্তবায়ন করবে গাংনী পৌরসভা। গাংনী পৌরসভার পুর্ব মালশাদাহ এলাকায় পার্ক স্থাপনের স্থান নির্বাচন করা হয় পার্ক অনুমোদনের আগেই। অতচ অর্থ বরাদ্দ, ডিজাইনসহ সকল প্রস্তু¯◌িত সম্পন্ন হওয়ার পরেও এক বছরেও কাজ শুরু হয়নি। পার্ক নির্মান না হলে দ্রতসময়ের মধ্যে বরাদ্দকৃত টাকা ফেরত যাবে এমন নিয়ম থাকলেও পার্কের স্থান নির্বাচনের জটিলতায় পার্কটি নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি।

গাংনী পৌরসভার বাসিন্দারা জানান, গাংনী একটি জনবহুল ও ঘনবসতি পৌরসভা। এ পৌরসভায় বিনোদনের কোন জায়গা না থাকায় পার্ক নির্মানের উদ্যোগ নেয় তৎকালিন সাবেক সাংসদ ও পৌর কর্তৃপক্ষ। সে মোতাবেক গাংনীর গন্যমান্য ব্যাক্তিদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গাংনী পৌরশহর থেকে কয়েক কিলোমিটার পুর্ব মালশাদাহ এলাকায় স্থান নির্বাচন করা হয়। কিন্তু সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার মাঝে বাঁধ সাধে কিছু স্বাথর্ন্বেষী মহল। পুর্বমালশাদাহ এলাকার কিছু ব্যাক্তি পার্ক নির্মানের কিছু প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরেন,যা শূধুমাত্র কয়েকজনের স্বার্থ উদ্ধার ব্যাতীত আর কিছুই না বলে মনে করেন গাংনী পৌরবাসী। কোনো অজুহাতে পার্ক নিমাণ যেনো বন্ধ না হয়,এবং দ্রত সময়ের মধ্যে পার্ক নির্মাণ কাজ শুরুর দাবী জানান পৌরবাসী।

গাংনীপৌসভার বাসিন্দা আমিরুল ইসলাম অল্ডাম বলেন,গাংনীতে কোনো বিনোদনের জায়গা না থাকায় শিশু,কিশোরসক মানুষের বিনোদন কিংবা বসার জায়গা নেই। পৌরসভায় পার্ক নির্মান অতিব জরুরী।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, গাংনী পৌরসভার পার্ক নির্মাণ হবে এটি গাংনীর উন্নয়নের একটি ধাপ। এক কতিপয় লোকজন খোড়া অজুহাত দেখিয়ে পার্ক নির্মাণ কাজ বন্ধ করে রেখেছে। এতে বলা যায় গাংনীর মানুষের চাওয়া পাওয়াকে তারা বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পার্ক নির্মাণ কাজ বন্ধ রেখেছে। তবে দ্রত সময়ের মধ্যে পার্ক নির্মাণ কাজ শুরু করা না হলে বরাদ্দকৃত টাকা ফেরতের আশংকা রয়েছে। দ্রত সময়ের মধ্যে পার্ক নির্মাণ কাজ শুরু করার দাবী জানান তিনি। পার্কটি নির্মাণ করা হলে জনবহুল এ পৌসভায় অনেক শিশু কিশোর ও বয়োবৃদ্ধরা বিনোদনের একটু জায়গা পাবেন।

গাংনী পৌর প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন বলেন, বিষয়টি আমার জানার বাইরে। তবে পার্ক নির্মানের বিষয়ৈ বিস্তারিক জেনে দ্রত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।